9104 - সাক্ষ্যদ্বয় গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী

প্রশ্ন

আমার প্রশ্নটা একটি খুতবা সম্পর্কে। খুতবায় ইমাম বলছেনে কালমোর কছিু শর্ত আছে। আলমেরা বলছেনে এর সংখ্যা নয়টি বা অনুরূপ। কউে জান্নাতে প্রবশে করতে হলে শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। কালমো কবেল মুখে উচ্চারণই যথষ্টে না। আমি এই শর্তগুলো জানতে আগ্রহী। তনিি এর মধ্যে কছিু শর্ত উল্লখে করছেনে, যমেন: এক: কালমোকে জানা। দুই: দৃঢ় বশ্বিাস স্থাপন করা। আপনি কি এগুলো সম্পর্কে কছিু জাননে? বাকি শর্তগুলো কি বলা যাবে? আপনার এই সহযোগতিা আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখব; ইন শা আল্লাহ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সম্ভবতঃ আপনি কালমো (বাণী) বলতে তাওহীদরে কালমোকে (বাণীকে) বুঝয়িছেনে। আর তা হলো দু'টো সাক্ষ্য-বাণী (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)। খতীবও এটাই বুঝয়িছেনে।

দুই সাক্ষ্য-বাণীর কয়কেটি শর্ত রয়ছে। তন্মধ্যে হলো:

এক: ইলম (জানা)

অর্থাৎ এ কালমিার অর্থ জানা। এ কালমিাতে نفي (নাকচকরণ) ও إثبات (সাব্যস্তকরণ) দ্বারা কী উদ্দশ্যে করা হয়ছে তা অবগত হওয়া। এমন জানা যা অজ্ঞতাকে নাকচকারী। আল্লাহ তাআলা বলনে:

فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ

"জনেে নাও: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া)।"[সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

তনিি আরো বলনে:

إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ

"তবে তারা ছাড়া যারা সত্যরে (তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর) প্রতি সাক্ষ্য দয়িছে এ অবস্থায় যে, তারা জানে।"[সূরা যুখরুফ:

৮৬] অর্থাৎ মুখ দিয়ে তারা যা উচ্চারণ করছে অন্তর দিয়ে সেটির অর্থ তারা জেনেছে। সহীহ হাদীসে আছে: উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة

"যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে জানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

দ্বিতীয় শর্ত: ইয়াকীন (নিশ্চিত বিশ্বাস)

সন্দেহকে নাকচকারী ইয়াকীন (নিশ্চিত বিশ্বাস)। তা এভাবে যে, এই কালিমাকে উচ্চারণকারী এই কালিমার মর্মরে প্রতি সুনিশ্চিত অনড় বিশ্বাসী হওয়া। কারণ নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া অনুমান ঈমানের কোন কাজে আসে না। সুতরাং যে ঈমানে সন্দেহ ঢুকছে সে ঈমানের কী অবস্থা? মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

"মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, এরপর তারা সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।"[সূরা হুজুরাত: ১৫] এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের ঈমানের সত্যতার ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে যেন তারা সন্দেহ পোষণ না করে। সন্দেহ পোষণকারী মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

সহীহ হাদীসে আছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) এবং আমি তাঁর রাসূল (বার্তাবাহক)। যে কোনো বান্দা এ দু'টো সাক্ষ্য নিয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করা ছাড়া আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে যাবে।"

তৃতীয় শর্ত: কবুল করা

এ কালিমা যা দাবি করে সেটাকে অন্তর ও জিহ্বা দিয়ে কবুল করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রসঙ্গে বলেন:

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ 40 أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ 41 فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ 42 فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

অর্থ: “তবে আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দারা নয়। (তারা তাদের সৎকাজের পুরস্কার পাবে) তাদের জন্য (জান্নাতে) রয়েছে নির্দিষ্ট জীবিকা, ফলমূল। তারা পুরস্কৃত হবে জান্নাতুন নাঈমে (সুখের বাগানে)।”[সূরা সাফ্ফাত: ৪০-৪৩]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَا وَهُم مِّن فَزَعٖ يَوۡمَئِذٍ ءَامِنُونَ 89

[النمل: 89]

“যারা ভালো কাজ নিয়ে আসবে তারা তার চেয়েও ভালো প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা ভয় থেকে নিরাপদে থাকবে।”[সূরা নামল: ৮৯]

সহীহ হাদীসে আছে: আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “যে হেদায়াত ও ইলম দিয়ে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তার উদাহরণ হল প্রচুর বৃষ্টিপাতের মত। যে বৃষ্টি কোন একটি ভূখণ্ডের উপর পড়েছে। এ ভূখণ্ডের কিছু ছিল ভালো মাটি, যা পানিকে গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও লতাপাতা উৎপন্ন করেছে। আর কিছু ছিল অনুর্বর মাটি। যা পানিকে ধরে রেখেছে। এ পানির দ্বারা আল্লাহ মানুষকে উপকৃত করেছেন। মানুষ পানি পান করেছে, অন্যকে পান করিয়েছে এবং চাষাবাদ করেছে। আবার অন্য কিছু মাটি ছিল শক্ত। সে মাটি পানিকে ধরে রাখেনি এবং উদ্ভিদও গজায়নি। এটা হলো সেই ব্যক্তির উপমা যে আল্লাহর দ্বীনে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছে এবং আল্লাহ যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তার দ্বারা তাকে উপকৃত করেছেন। অতঃপর সে নিজে এ জ্ঞান শিখেছে ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে। এবং ঐ ব্যক্তির উপমা, যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মাথা তুলেনি এবং আল্লাহর হেদায়াত কবুল করেনি, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।”

চতুর্থ শর্ত: নতি স্বীকার করা

এ কালিমা যা নির্দেশ করে সেটার প্রতি নতি স্বীকার করা; যা প্রত্যাখ্যানের বিপরীত। মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ

“তোমরা তোমাদের প্রভুর অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো।”[সূরা যুমার: ৫৪] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

“যে সৎকর্মশীল ব্যক্তি নিজিকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করে।”[সূরা নিসা: ১২৫]

আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ

[لقمان: 22]

“যে নজিকেে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এ অবস্থায় যে, সে মুহসনি (ভালো আমলকারী) সে সর্বাধকি মজবুত হাতল ধারণ করল। আর সব বষিয়রে শষে পরণিতি আল্লাহর কাছইে।”[সূরা লোকমান: ২২]

আয়াতে يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥ এর অর্থ يَنْقَادُ (নতি স্বীকার করে)। আয়াতে ٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ (মজবুত হাতল) দ্বারা উদ্দশ্যে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আয়াতে مُحۡسِنٞ (ভালো আমলকারী) দ্বারা উদ্দশ্যে: একত্ববাদী।

পঞ্চম শর্ত: সত্যবাদতিা

এ কালমিা বলায় সত্যবাদী হওয়া; যা মথি্যাকে নাকচকারী। তা এভাবে যে, অন্তর থকেে সত্যভাবে এ কালমিাটি বলা; যাতে করে মুখরে বলাটা অন্তররে সাথে মলিে। মহান আল্লাহ বলনে:

الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“আলফি-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনছেি’ বললইে তাদরেকে ছড়েে দওেয়া হবে এবং তাদরেকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদরে পূর্বে যারা ছলি আমি তো তাদরেকওে পরীক্ষা করছেলিাম। আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদী আর মথি্যাবাদীদরেকে (সুস্পষ্টরূপে) জনেে নবিনে।”[সূরা আনকাবূত: ১-৩]

সহীহ বুখারী ও মুসলমিে আছে: মুয়ায ইবনে জাবাল রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি অন্তর থকেে সত্যভাবে এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও রাসূল) আল্লাহ তাকে জাহান্নামরে জন্য হারাম করে দবিনে।”

ষষ্ঠ শর্ত: একনষ্ঠিতা

ইখলাস বা একনষ্ঠিতা হলো আমলকে যাবতীয় শরি্করে পঙ্কলিতা থকেে মুক্ত করা। মহান আল্লাহ বলনে:

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ

“জনেে রখেো, একনষ্ঠি ধর্ম আল্লাহরই।”[সূরা যুমার: ১৪] আল্লাহ তায়ালা আরো বলনে:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

“আর তাদরেকে কবেল এ নর্দিশেই প্রদান করা হযছেলি য, তারা যনে আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনষ্ঠি করে।”[সূরা বাইয়্যনিাহ: ৫]

সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি: তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “আমার সুপারশি পয়েে সর্বাধকি সৌভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি যে ইখলাসরে সাথে অন্তর থকেে বা মন থকেে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে।”

সপ্তম শর্ত: ভালোবাসা

এই কালমিাকে, এই কালমিার দাবকিে, এই কালমিার নর্দিশেনাকে, এই কালমিা অনুযায়ী আমলকারীকে এবং কালমিার শর্ত মনেে চলা ব্যক্তকিে ভালোবাসা এবং যা কছিু কালমিার বপিরীতে যায় সটোকে ঘৃণা করা। মহান আল্লাহ বলনে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

“আর মানুষরে মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদরেকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনছেে তারা আল্লাহকে সর্বাধকি ভালোবাসে।”[সূরা বাকারা: ১৬৫]

বান্দা কর্তৃক তার প্রভুকে ভালোবাসার আলামত হলো: সে আল্লাহর পছন্দনীয় বষিয়কে অগ্রাধকিার দবি, যদওি তা তার প্রবৃত্তরি বপিরীতে যায়। তার প্রভু যটোকে ঘৃণা করনে সটোকে ঘৃণা করব, যদওি তার প্রবৃত্তি সটোর দকিে ঝুঁকতে চায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে সাথে মত্রিতা স্থাপন রাখে তার সাথে মত্রিতা রাখব। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে সাথে শত্রুতা রাখে তার সাথে শত্রুতা রাখব। আরো একটি আলামত হলো: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অনুকরণ করা, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং তার আনতি হদোয়াত (পথ-নর্দিশেনা) গ্রহণ করে নওেয়া। উল্লখেতি সবগুলো বষিয় ভালোবাসার ক্ষত্রেে শর্ত। এই শর্তাবলরি কোনো একটি না থাকলে ভালোবাসা থাকার কথা কল্পনা করা যায় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “তনিটি বষিয় যার মাঝে থাকব, সে এগুলোর মাধ্যমে ঈমানরে মষ্টিতা পাব: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সকলরে চয়েে অধকি প্রয়ি হওয়া। কাউকে ভালোবাসলে কবেল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা। আল্লাহ তাকে কুফরী থকেে মুক্তি দয়োর পুনরায় তাতে ফরিে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করা যভোবে জাহান্নামে নক্ষিপ্তি হওয়াকে সে অপছন্দ করে।”[আনাস ইবনে মালকেরে বর্ণনায় হাদীসটি বুখারী ও মুসলমি উল্লখে করছেনে]

কউে কউে অষ্টম একটি শর্ত যুক্ত করছেনে সটেি হলো: আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কছিুর ইবাদত করা হয় সগেুলোর কুফরী করা (তাগুতকে অস্বীকার করা)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি বলে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কোনো উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যা কছিুর ইবাদত করা হয় সগেুলোকে অস্বীকার করে তার জান-মাল নরিাপদ হয়ে যায়। আর তার হসিাব-নকিাশ আল্লাহর কাছে।"[হাদীসটি মুসলমি বর্ণনা করনে] সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কছিুর ইবাদত করা হয় সগেুলোকে অস্বীকার করা আবশ্যক; সে যে-ই হোক না কনে।